সপ্তদশ অধ্যায়

পুরূরবার পুত্রদের বংশ বিবরণ

পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ুর পাঁচটি পুত্র ছিল। এই অধ্যায়ে তাঁদের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ প্রমুখ চারজনের বংশের বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরূরবার পুত্র আয়ুর পাঁচ পুত্র—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজী, রাভ এবং অনেনা। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র, যাঁর কাশ্য, কুশ এবং গৃৎসমদ নামক তিন পুত্র ছিল। গৃৎসমদের পুত্র শুনক এবং শুনকের পুত্র শৌনক। কাশ্যের পুত্র কাশি। কাশি থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে রাষ্ট্র, দীর্ঘতম এবং ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্তক ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরির বংশধরেরা হচ্ছেন কেতুমান্, ভীমরথ, দিবোদাস এবং দ্যুমান, যিনি প্রতর্দন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত। দ্যুমানের পুত্র অলর্ক বহু বছর ধরে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। অলর্কের পুত্র-পৌত্ররা হচ্ছেন সন্ততি, সুনীথ, নিকেতন, ধর্মকেতু, সত্যকেতু, ধৃষ্টকেতু, সুকুমার, বীতিহোত্র, ভর্গ এবং ভার্গভূমি। তাঁরা সকলেই কাশি বংশজ ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধর।

রাভের পুত্র রভস এবং তাঁর পুত্র গম্ভীর। গম্ভীরের পুত্র অক্রিয় এবং অক্রিয় থেকে ব্রহ্মবিতের জন্ম হয়। অনেনার পুত্র শুদ্ধ এবং তাঁর পুত্র শুচি। শুচির পুত্র চিত্রকৃৎ এবং চিত্রকৃতের পুত্র শান্তরজ। রজীর পাঁচশত পুত্র ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই অসাধারণ বলবান ছিলেন। রজী নিজেও অত্যন্ত বলবান ছিলেন এবং তিনি ইন্দ্রের কাছ থেকে স্বর্গলোক অধিকার করেছিলেন। রজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা ইন্দ্রকে স্বর্গলোক ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলে, বৃহস্পতির প্রভাবে তাঁদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় এবং ইন্দ্র তখন তাঁদের পরাজিত করেন।

ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ থেকে প্রতি নামক পুত্রের জন্ম হয়। প্রতি থেকে সঞ্জয়, সঞ্জয় থেকে জয়, জয় থেকে কৃত এবং কৃত থেকে হর্যবল। হর্যবলের পুত্র ছিলেন সহদেব, সহদেবের পুত্র হীন, হীনের পুত্র জয়সেন, জয়সেনের পুত্র সঙ্কৃতি, এবং সঙ্কৃতির পুত্র জয়।

শ্লোক ১-৩

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

যঃ পুরূরবসঃ পুত্র আয়ুস্তস্যাভবন্ সুতাঃ ।
নহুষঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রাভশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১ ॥
অনেনা ইতি রাজেন্দ্র শৃণু ক্ষত্রবৃধোঽন্বয়ম্ ।
ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্যাসন্ সুহোত্রস্যাত্মজাস্ত্রয়ঃ ॥ ২ ॥
কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ ।
শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ ॥ ৩ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যঃ**—যিনি; **পুরূরবসঃ**—পুরূরবার; **পুত্রঃ**—পুত্র; **আয়ুঃ**—আয়ু নামক; **তস্য**—তাঁর; **অভবন্**—ছিলেন; **সুতাঃ**—পুত্র; **নহুষঃ**—নহুষ; **ক্ষত্রবৃদ্ধঃ চ**—এবং ক্ষত্রবৃদ্ধ; **রজী**—রজী; **রাভঃ**—রাভ; **চ**—ও; **বীর্যবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **অনেনাঃ**—অনেনা; **ইতি**—এই প্রকার; **রাজ-ইন্দ্র**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **ক্ষত্রবৃদ্ধঃ**—ক্ষত্রবৃদ্ধের; **অন্বয়ম্**—রাজবংশ; **ক্ষত্রবৃদ্ধ**—ক্ষত্রবৃদ্ধের; **সুতস্য**—পুত্রের; **আসন্**—ছিলেন; **সুহোত্রস্য**—সুহোত্রের; **আত্মজাঃ**—পুত্র; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **কাশ্যঃ**—কাশ্য; **কুশঃ**—কুশ; **গৃৎসমদঃ**—গৃৎসমদ; **ইতি**—এই প্রকার; **গৃৎসমদাৎ**—গৃৎসমদ থেকে; **অভূৎ**—হয়েছিল; **শুনকঃ**—শুনক; **শৌনকঃ**—শৌনক; **যস্য**—যাঁর (শুনকের); **বহ্বৃচ-প্রবরঃ**—ঋগ্বেদজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **মুনিঃ**—মহান ঋষি।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—পুরূরবার আয়ু নামক এক পুত্র ছিলেন, তাঁর নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজী, রাভ এবং অনেনা নামক অত্যন্ত বীর্যবান পাঁচজন পুত্র ছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এখন আপনি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্রের কাশ্য, কুশ এবং গৃৎসমদ নামক তিনজন পুত্র ছিলেন। গৃৎসমদ থেকে শুনকের জন্ম হয়, এবং তাঁর থেকে ঋগ্বেদজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি শৌনকের জন্ম হয়।

শ্লোক ৪

কাশ্যস্য কাশিস্তৎপুত্রো রাষ্ট্রো দীর্ঘতমঃপিতা ।
ধন্বন্তরির্দীর্ঘতমস আয়ুর্বেদপ্রবর্তকঃ ।
যজ্ঞভুগ্ বাসুদেবাংশঃ স্মৃতমাত্রার্তিনাশনঃ ॥ ৪ ॥

কাশ্যস্য—কাশ্যের; **কাশিঃ**—কাশি; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **রাষ্ট্রঃ**—রাষ্ট্র; **দীর্ঘতমঃ পিতা**—তিনি দীর্ঘতমের পিতা হয়েছিলেন; **ধন্বন্তরিঃ**—ধন্বন্তরি; **দীর্ঘতমসঃ**—দীর্ঘতম থেকে; **আয়ুর্বেদ-প্রবর্তকঃ**—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্তক; **যজ্ঞ-ভুক্**—যজ্ঞের ভোক্তা; **বাসুদেব-অংশঃ**—ভগবান বাসুদেবের অংশ; **স্মৃত-মাত্র**—তাঁকে স্মরণ করা হলে; **আর্তি-নাশনঃ**—তৎক্ষণাৎ সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

কাশ্যের পুত্র কাশি এবং তাঁর পুত্র রাষ্ট্র ছিলেন দীর্ঘতমের পিতা। দীর্ঘতমের পুত্র ধন্বন্তরি, যিনি ছিলেন যজ্ঞভাগ ভোক্তা ভগবান বাসুদেবের অবতার এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্তক। এই ধন্বন্তরিকে স্মরণ করলে সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৫

তৎপুত্রঃ কেতুমানস্য জজ্ঞে ভীমরথস্ততঃ ।
দিবোদাসো দ্যুমাংস্তস্মাৎ প্রতর্দন ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

তৎ-পুত্রঃ—তাঁর পুত্র (ধন্বন্তরির পুত্র); **কেতুমান্**—কেতুমান্; **অস্য**—তাঁর; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ভীমরথঃ**—ভীমরথ নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **দিবোদাসঃ**—দিবোদাস নামক এক পুত্র; **দ্যুমান্**—দ্যুমান; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **প্রতর্দনঃ**—প্রতর্দন; **ইতি**—এই প্রকার; **স্মৃতঃ**—বিদিত।

অনুবাদ

ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান এবং তাঁর পুত্র ভীমরথ। ভীমরথের পুত্র দিবোদাস এবং দিবোদাসের পুত্র দ্যুমান, যিনি প্রতর্দন নামেও পরিচিত।

শ্লোক ৬

স এব শত্রুজিদ্ বৎস ঋতধ্বজ ইতীরিতঃ ।
তথা কুবলয়াশ্বেতি প্রোক্তোঽলর্কাদয়স্ততঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—সেই দ্যুমান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শত্রুজিৎ**—শত্রুজিৎ; **বৎসঃ**—বৎস; **ঋতধ্বজঃ**—ঋতধ্বজ; **ইতি**—এই প্রকার; **ঈরিতঃ**—পরিচিত; **তথা**—ও; **কুবলয়াশ্ব**—কুবলয়াশ্ব; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রোক্তঃ**—কথিত; **অলর্ক-আদয়ঃ**—অলর্ক আদি অন্যান্য পুত্রগণ; **ততঃ**—তাঁর থেকে।

অনুবাদ

দ্যুমান শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর থেকে অলর্ক আদি পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৭

ষষ্টিংবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিংবর্ষশতানি চ ।
নালর্কাদপরো রাজন্ বুভুজে মেদিনীং যুবা ॥ ৭ ॥

ষষ্টিম্—ষাট; **বর্ষ-সহস্রাণি**—হাজার বছর; **ষষ্টিম্**—ষাট; **বর্ষ-শতানি**—শতবর্ষ; **চ**—ও; **ন**—না; **অলর্কাৎ**—অলর্ক ব্যতীত; **অপরঃ**—অন্য কেউ; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বুভুজে**—উপভোগ করেছিলেন; **মেদিনীম্**—পৃথিবী; **যুবা**—যুবকরূপে।

অনুবাদ

দ্যুমানের পুত্র অলর্ক ছেষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যুবকরূপে এত বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেননি।

শ্লোক ৮

অলর্কাৎ সন্ততিস্তস্মাৎ সুনীথোঽথ নিকেতনঃ ।
ধর্মকেতুঃ সুতস্তস্মাৎ সত্যকেতুরজায়ত ॥ ৮ ॥

অলর্কাৎ—অলর্ক থেকে; **সন্ততিঃ**—সন্ততি নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **সুনীথঃ**—সুনীথ; **অথ**—তাঁর থেকে; **নিকেতনঃ**—নিকেতন নামক এক পুত্র;

ধর্মকেতুঃ—ধর্মকেতু; **সুতঃ**—এক পুত্র; **তস্মাৎ**—এবং ধর্মকেতু থেকে; **সত্যকেতুঃ**—সত্যকেতু; **অজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

অলর্ক থেকে সন্ততি নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র সুনীথ। সুনীথের পুত্র নিকেতন, নিকেতনের পুত্র ধর্মকেতু এবং ধর্মকেতুর পুত্র সত্যকেতু।

শ্লোক ৯

ধৃষ্টকেতুস্ততস্তস্মাৎ সুকুমারঃ ক্ষিতীশ্বরঃ ।
বীতিহোত্রোঽস্য ভর্গোঽতো ভার্গভূমিরভূন্নৃপ ॥ ৯ ॥

ধৃষ্টকেতুঃ—ধৃষ্টকেতু; **ততঃ**—তারপর; **তস্মাৎ**—ধৃষ্টকেতু থেকে; **সুকুমারঃ**—সুকুমার নামক এক পুত্র; **ক্ষিতি-ঈশ্বরঃ**—সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট; **বীতিহোত্রঃ**—বীতিহোত্র নামক পুত্র; **অস্য**—তাঁর পুত্র; **ভর্গঃ**—ভর্গ; **অতঃ**—তাঁর থেকে; **ভার্গভূমিঃ**—ভার্গভূমি নামক এক পুত্র; **অভূৎ**—জন্ম হয়; **নৃপঃ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু এবং ধৃষ্টকেতুর পুত্র সুকুমার, যিনি সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন। সুকুমার থেকে বীতিহোত্র নামক পুত্রের জন্ম হয়; বীতিহোত্র থেকে ভর্গ এবং ভর্গ থেকে ভার্গভূমির জন্ম হয়।

শ্লোক ১০

ইতীমে কাশয়ো ভূপাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়ায়িনঃ ।
রাভস্য রভসঃ পুত্রো গম্ভীরশ্চাক্রিয়স্ততঃ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; **ইমে**—তাঁরা সকলে; **কাশয়ঃ**—কাশি বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ভূপাঃ**—রাজারা; **ক্ষত্রবৃদ্ধ-অন্বয়-আয়িনঃ**—ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে; **রাভস্য**—রাভ থেকে; **রভসঃ**—রভস; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **গম্ভীরঃ**—গম্ভীর; **চ**—ও; **অক্রিয়ঃ**—অক্রিয়; **ততঃ**—তাঁর থেকে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সমস্ত রাজারা ছিলেন কাশি-বংশসম্ভূত, এবং তাঁদের ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধরও বলা যায়। রাভের পুত্র রভস, রভস থেকে গম্ভীর এবং গম্ভীর থেকে অক্রিয় নামক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১১

তদ্‌গোত্রং ব্রহ্মবিজ্ জজ্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ ।
শুদ্ধস্ততঃ শুচিস্তস্মাচ্চিত্রকৃদ্ ধর্মসারথিঃ ॥ ১১ ॥

তৎ-গোত্রম্—অক্রিয়ের বংশধর; **ব্রহ্মবিৎ**—ব্রহ্মবিদ্; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **শৃণু**—আমার কাছে শ্রবণ করুন; **বংশম্**—বংশ; **অনেনসঃ**—অনেনার; **শুদ্ধঃ**—শুদ্ধ নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **শুচিঃ**—শুচি; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **চিত্রকৃৎ**—চিত্রকৃৎ; **ধর্ম-সারথিঃ**—ধর্মসারথি।

অনুবাদ

অক্রিয়ের পুত্র ব্রহ্মবিৎ। হে রাজন্! এখন আপনি অনেনার বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। অনেনার পুত্র শুদ্ধ এবং শুদ্ধের পুত্র শুচি। শুচির পুত্র ধর্মসারথি, যিনি চিত্রকৃৎ নামেও পরিচিত ছিলেন।

শ্লোক ১২

ততঃ শান্তরজো জজ্ঞে কৃতকৃত্যঃ স আত্মবান্ ।
রজেঃ পঞ্চশতান্যাসন্ পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ—চিত্রকৃৎ থেকে; **শান্তরজঃ**—শান্তরজ নামক এক পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **কৃত-কৃত্যঃ**—যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **আত্মবান্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ; **রজেঃ**—রজীর; **পঞ্চ-শতানি**—পাঁচশ; **আসন্**—ছিল; **পুত্রাণাম্**—পুত্রদের; **অমিত-ওজসাম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

চিত্রকৃৎ থেকে শান্তরজ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি আত্ম-তত্ত্ববিৎ ছিলেন এবং যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করার ফলে সন্তান উৎপাদনে যত্নবান হননি। রজীর পাঁচশ পুত্র ছিল এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী।

শ্লোক ১৩

দেবৈরভ্যর্থিতো দৈত্যান্ হত্বেন্দ্রায়াদদাদ্ দিবম্ ।
ইন্দ্রস্তস্মৈ পুনর্দত্ত্বা গৃহীত্বা চরণৌ রজেঃ ।
আত্মানমর্পয়ামাস প্রহ্লাদাদ্যরিশঙ্কিতঃ ॥ ১৩ ॥

দেবৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; **অভ্যর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **দৈত্যান্**—দৈত্যদের; **হত্বা**—হত্যা করে; **ইন্দ্রায়**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **অদদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **দিবম্**—স্বর্গলোক; **ইন্দ্রঃ**—স্বর্গের রাজা; **তস্মৈ**—তাঁকে (রজীকে); **পুনঃ**—পুনরায়; **দত্ত্বা**—প্রত্যর্পণ করেছিলেন; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **চরণৌ**—চরণে; **রজেঃ**—রজীর; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অর্পয়াম্ আস**—সমর্পণ করেছিলেন; **প্রহ্লাদ-আদি**—প্রহ্লাদ প্রভৃতি; **অরি-শঙ্কিতঃ**—এই প্রকার শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে।

অনুবাদ

দেবতাদের অনুরোধে রজী দৈত্যদের বধ করে ইন্দ্রকে স্বর্গলোক প্রদান করেছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ আদি শত্রুদের ভয়ে ভীত হয়ে ইন্দ্র রজীকে স্বর্গলোক প্রত্যর্পণ করেন এবং রজীর চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন।

শ্লোক ১৪

পিতর্যুপরতে পুত্রা যাচমানায় নো দদুঃ ।
ত্রিবিষ্টপং মহেন্দ্রায় যজ্ঞভাগান্ সমাদদুঃ ॥ ১৪ ॥

পিতরি—তাঁদের পিতা; **উপরতে**—দেহত্যাগ করলে; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **যাচমানায়**—প্রার্থনা করলেও; **ন**—না; **দদুঃ**—প্রত্যর্পণ করেছিলেন; **ত্রিবিষ্টপম্**—স্বর্গলোক; **মহেন্দ্রায়**—মহেন্দ্রকে; **যজ্ঞ-ভাগান্**—যজ্ঞভাগ; **সমাদদুঃ**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

রজীর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রদের কাছে ইন্দ্র স্বর্গলোক ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইন্দ্রের যজ্ঞভাগ ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলেও তাঁকে স্বর্গলোক ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

তাৎপর্য

রজী স্বর্গলোক জয় করেছিলেন, এবং তাই দেবরাজ ইন্দ্র রজীর পুত্রদের কাছে তা ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলে, তাঁরা তাঁর সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ তাঁরা ইন্দ্রের কাছ থেকে স্বর্গলোক গ্রহণ করেননি, তাঁদের পিতার কাছ থেকে তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই তাঁরা মনে করেছিলেন যে, স্বর্গলোক তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি। তা হলে কেন তাঁরা দেবতাদের স্বর্গলোক ফিরিয়ে দেবেন?

শ্লোক ১৫

গুরুণা হূয়মানেঽগ্নৌ বলভিৎ তনয়ান্ রজেঃ ।
অবধীদ্ ভ্রংশিতান্ মার্গান্ন কশ্চিদবশেষিতঃ ॥ ১৫ ॥

গুরুণা—গুরুদেব বৃহস্পতির দ্বারা; **হূয়মানে অগ্নৌ**—অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করার সময়; **বলভিৎ**—ইন্দ্র; **তনয়ান্**—পুত্রদের; **রজেঃ**—রজীর; **অবধীৎ**—হত্যা করেছিলেন; **ভ্রংশিতান্**—অধঃপতিত; **মার্গাৎ**—নীতিমার্গ থেকে; **ন**—না; **কশ্চিৎ**—কোন; **অবশেষিতঃ**—জীবিত ছিলেন।

অনুবাদ

তখন দেবগুরু বৃহস্পতি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন যাতে রজীর পুত্ররা নীতিমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হন। এইভাবে অধঃপতিত হলে, ইন্দ্র তাঁদের অনায়াসে বধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও জীবিত ছিলেন না।

শ্লোক ১৬

কুশাৎ প্রতিঃ ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ সঞ্জয়স্তৎসুতো জয়ঃ ।
ততঃ কৃতঃ কৃতস্যাপি জজ্ঞে হর্যবলো নৃপঃ ॥ ১৬ ॥

কুশাৎ—কুশ থেকে; **প্রতিঃ**—প্রতি নামক এক পুত্র; **ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ**—ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র; **সঞ্জয়ঃ**—সঞ্জয় নামক এক পুত্র; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **জয়ঃ**—জয়; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **কৃতঃ**—কৃত; **কৃতস্য**—কৃত থেকে; **অপি**—ও; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **হর্যবলঃ**—হর্যবল; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ থেকে প্রতি নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। প্রতির পুত্র সঞ্জয় এবং সঞ্জয়ের পুত্র জয়। জয় থেকে কৃতের জন্ম হয় এবং কৃত থেকে রাজা হর্যবলের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৭

সহদেবস্ততো হীনো জয়সেনস্তু তৎসুতঃ ।
সঙ্কৃতিস্তস্য চ জয়ঃ ক্ষত্রধর্মা মহারথঃ ।
ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া ভূপা ইমেশৃণ্বথ নাহুষান্ ॥ ১৭ ॥

সহদেবঃ—সহদেব; **ততঃ**—সহদেব থেকে; **হীনঃ**—হীন নামক এক পুত্র; **জয়সেনঃ**—জয়সেন; **তু**—ও; **তৎ-সুতঃ**—হীনের পুত্র; **সঙ্কৃতিঃ**—সঙ্কৃতি; **তস্য**—সঙ্কৃতির; **চ**—ও; **জয়ঃ**—জয় নামক এক পুত্র; **ক্ষত্র-ধর্মা**—ক্ষত্রিয়ের ধর্মে পারদর্শী; **মহা-রথঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী যোদ্ধা; **ক্ষত্রবৃদ্ধ-অন্বয়াঃ**—ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে; **ভূপাঃ**—রাজাগণ; **ইমে**—এই সমস্ত; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **অথ**—এখন; **নাহুষান্**—নহুষের বংশ।

অনুবাদ

হর্যবল থেকে সহদেব নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সহদেব থেকে হীন জন্মগ্রহণ করেন। হীনের পুত্র জয়সেন এবং জয়সেন থেকে সঙ্কৃতির জন্ম হয়। সঙ্কৃতির পুত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় ধর্মপরায়ণ মহারথ জয়। এই সমস্ত রাজারা ছিলেন ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধর। এখন আপনি নহুষের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'পুরূরবার পুত্রদের বংশ বিবরণ' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।